

খোলা কবিতা

মোহাম্মদ রফি



লোহার গরাদ ফেটে টগবগ আষাঢ়ী পদনিমা;
কলমীর ঘাণে মধুক বিলের ওপর দৃষ্টপায়ে
ফাঁসির দড়িতে ঝোলে হাসির জোয়ারে ভাঙাবাধি;
কপিলা; কাদায় জলে ঘামেশ্রমে অন্নদা স্বদেশ।

চলছে লড়াই জনতান্ত্রিক
চলছে লড়াই সমাজতান্ত্রিক ॥

ইন্টারন্যাশনাল বকস
১৪, সমবায় সুপার মার্কেট,
মালোপাড়া, রাজশাহী।

ডায়েরী
২৫

স্বাক্ষর
২০/১২/৮৪

প্রথম প্রকাশ : ১ নভেম্বর, ১৯৮৩
১০ কাতিক, ১৩৯০

প্রচ্ছদ : ফারুক ইকবাল

প্রকাশক : ড্যাফোডিল প্রকাশনী
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

মূল্য :

শোভন : ১৫.০০ টাকা

স্বল্পভ : ১০.০০ টাকা

পাঠক, নানান প্রতিবন্ধকতার জন্য বেশ কিছু মুদ্রণ
প্রমাদ ও ছাপার ত্রুটি রয়ে গেল। আশা করি ক্ষমা
করে দেবেন।

মোহাম্মদ রফিক

উৎসর্গ

বাংলাদেশ ক্ষেত্ৰমজুৰ সমিতি



মোলা কবিতা/৫

মধ্যযুগের কড়গা/১৯

রূপকথা/২৭

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩/৩৫

বাদীপাঠ/৪৯

খোলা কবিতা



লোহার গরাদ ফেটে উগরল আষাঢ়ী পূর্ণিমা,
কলসীর ঘ্রাণে মুগ্ধ বিলের ওপর দৃপ্তপায়ে
কাসীর দড়িতে খোলে হাসির জোয়ারে ভালাবাঁধ,
কপিলা, কাদায় জলে যামেত্রমে অন্নদা স্বদেশ

সব শালা কবি হবে ; পিপড়ে গৌ ধরেছে, উড়বেই ;
 বন থেকে দাঁতাল শুমোর রাজাধীন বসবেই ।



হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে তৃতীয় বিশ্বের গজ্জ-গাঁয়ে
 ঘট করে নেমে আসে জলপাই লেবাস্যা দেবতা ;
 পান্নে, কালো বুট ; হাতে, রাইফেলের উদ্ভত সঙ্গীন ;

লোমূপ দুর্নীতিবাজ অপদার্থের দারুণ কামড়ে
 অনূর্ধ্বর মাঠ-বাট, ছিন্নভিন্ন সমাজ কাঠামো,
 রক্ত-রক্ত, পুঞ্জিবাদী কালো খাবী লাল রক্ত ঢালে ;

এইবার ইনশাআল্লাহ্ সমস্যার যথাযথ
 সমাধান হবে ; দীন-গরীবের মিলবে বেহেশত ;
 জলপাই লেবাস্যা দেবতা অবিনাশ্য বাণী ঝাড়ে ;

একটি বছর । বড়োজোর দু'টি ; ঠিক তারপর ।
 রক্তলোভী পিশাচের বিদ্যুটে আকৃতি, নখে-দাঁতে
 ভিত্তারীর মাংস-পিণ্ড, পড়ে থাকে নগর ভাগাড়ে ।

আবার আকাশ জুড়ে তৃতীয় বিশ্বের ভাঙাঘর
 ঠেলে ঢোকে জলপাই লেবাস্যা দেবতা, একই চালে ;
 পান্নে, কালো বুট ; হাতে, রাইফেলের উদ্ভত সঙ্গীন



২৭শে মার্চের রাত ; পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন ;

একখণ্ড চাপাতিকাটির লোভাতুর বিনিময়ে
যশিতা কিশোরী-মৃত্যু । শিবগজ ; তিরিশ চল্লিশ
টাকামূল্যে উলঙ্গ বাজারে কলা আনাজ-মরিচ

তার সঙ্গে সালেহা-মল্লিকা-মীনা ; আঠারো-উনিশ
বয়সী বালিকা, আরও সস্তা ; খরিদার বা বিক্রেতা
কারোই অভাব নেই, প্রতি হাটে বেড়ে চলে ভীড় ;
আদম বানিজ্যে লাভ চিনে গেছে শাসন-যন্ত্রের

চুনোপুটি থেকে অজগায়ের মোড়ল, ঠগবাজ ;
সাক্ষীবট জুবুখুবু কয়েকশ' শতাব্দীর ভীতি
স্ববির তক্ষক-চোখ, দ্বিধা-হৃদ, আদিম সংকোচে ;
দরিয়ার ঢলে ডুবে গেলে লক্ষ ময়ূরপঙ্কী নাও

শুধু একা সওদাগর ভেসে থাকে স্রোতের ওপর ;
দেখে প্রতারক পূর্ণিমার চাঁদ, একখণ্ড মেঘ,
ক্রমে-ক্রমে এই মেঘ ভারী হ'য়ে তুমুল ঝট্টর
ভীষম ধারায় ভেঙে, ভেসে যায় চম্পকনগর ;

থাকে ছায়া ; বেহলার বাসরের ফাঁকর গলিয়ে
লিকলিকে কালসাপ, স্নচতুর, কুটিল, সঙ্কানী,
ঢুকে পড়ে প্রতিটি অন্দরে, বিবাহিত বিছানায়,
উৎপাদিত সন্তান-সন্ততি বিষেনীল রক্তবীজ ;

রুদ্রাক্ষ সর্পিণ সরা এই ছায়া দুরন্ত ছোবলে
শৈশব-কৈশর চিরে ঘোবন-বাষ'কা খেয়ে-খুয়ে
আত্মঘাতী শতাব্দীর পোড়ামাটি টেনে হিঁচড়ে, পাড়
ভেঙেচুরে হিংস্র-খল বিজাতীয় জলের আক্রোশ,

নদ্যাঠাকুরের লৌ মহয়ার বুকোবিন্দু ছোরা
এই ধনী নামহীন গোত্রহীন লোকজ সংসার
এমন মাটির দেশে মাটির স্বর্গীয় আশীর্বাদ ;

খানখান ত্রি-ভুবন দেয়ার দাকণ চিংকারে

মধ্যরাতে উঠোনের পূর্ব কোণে ভুতুড়ে তেঁতুল
দূর কোন অপদেবতার উপনিবেশিক ছায়া
হস্তারক হাওয়ার-মেঘের টানে বিভিন্ন মুখোশে
নানা অন্তরাল খোঁজে, আগলে রাখে আনাচ-কানাচ ;

২৫শে জুনের ভোর ; গতকাল সূর্য্য না উঠতেই
গাঁয়ের চাষীরা বিল থেকে দশজন যুবকের
পচালাশ হোগলার খোপ কেটে উদ্ধার করেছে ;
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ঐ চাষীদের কেউ-কেউ

সম্পূর্ণ নিখোঁজ ; তারা আজ तक ঘরেতে ফেরেনি ।
এই যাদুকরী ছায়া, খুন, গুলি, বন্দুক, ধর্ষণ
কালো বুট, বুটের দাপট ; অনাহার, মহামারী ;
কোদালের এক কোপ কেটে বসে বুকের পাঁজরে ।



মুখের ওপরে কালিমার ছাপ । দুখার বুটের
কালো দাগ । চাঁদ ওঠে । বুকভর্তি জেগে ওঠে ক্ষত ।
জোয়ানীর ভাঁজ খুলে জোয়ারের ঢল নামে । ভাসে
মৃত মানুষের লাশ ; হাজার-হাজার, অগণিত,

বাঁক ঘুরে ছুটে আসে । বহু-শতাব্দীর পাড় ভেঙে
নিঃসাড় আশ্রয় ছিঁড়ে কালো মুখোশের চাপাশ্বর ।
ষড়যন্ত্র । টর্চের প্রক্ষিপ্ত আলো । করুণ গোঙানী ।
উঠোনের কোণ থেকে ধবিতা বৌএর চিংকার ।

বাতাবি কাঁটায়, ছেঁড়া শাড়ির অঁচলে । সারারাত

চাঁদের খাটিয়া জুড়ে ধড়হীন নির্মম মস্তক।
কঙ্কালের হাড়ে-হাড়ে মাটি খোঁড়ে লাঙলের ফলা।
শস্যের আবাদ ভেঙে লাঠির আঘাতে ছিন্নমূল

ঘরবাড়ি। মানব বসতি। লেলিহান গজ-গ্রামে
শরণার্থী ইঁদুরের কুকুরের পাখ-পাখালির
শবযাত্রা। শস্যানের চতুর্দিকে ভেসে থাকে ভীড়।
ভাঙা কবরের গায়ে অচেনা নামের দীর্ঘসারি।

উচ্ছল হাসির সাথে জাগে ভয়। ভীতি। ভাঙনের
শব্দ ওঠে। ধ্বস নামে। গিলে ফেলে চালের গুদাম।
মুখের ওপরে গাঢ় কালসিটে। নির্মম বুটের
দাগ। চাঁদ ওঠে। বুকভর্তি ক্রত। বিষাক্ত সম্রাস।



প্রেমের কবিতা লেখো। ভালবাসো কিংবা নাই বাসো ;
প্রেমের কবিতা লেখো। দায়হীন রাইফেলের গুলি
তাক করে মাথার ওপর। গালগল মলমূত্র ত্যাগ,
এই টুকটাকি ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ এখন।

রক্তের ধারায় বিষ। জন্মের ভেতরে প্রতারণা,
পন্নীর সিনার মাংস এখন শুকিয়ে বালিশাড়ি।
হাড়িসার চাঁদের কঙ্কাল ঘোরে পথে, খুঁটে খায়
সারারাত। চোখের আগুনে ধোঁকে আদিগন্ত চড়া।

এখন নিষিদ্ধ সব। খাওয়া-দাওয়া, মন বিনিময়।
বুড়ু দেহের ভাঁজে বৃষ্টির খরায়, কড়িকাঠে
টিকটিকি কানখাড়া করে বসে আছে। আইনের

প্রাণহীন ষড়যন্ত্র গুটিয়ে আনছে সিদ্ধ হাতে ।

মাথার খুলিতে ধ্বংস । অভিশপ্ত, হাসির বাজনা ।
ভোর-ভোর সূর্যদেব চেয়ে দেখে পল্লী জননীর
মরদেহ (গাছ থেকে খুলে এনে) শূইয়ে দিয়েছে
ভাঙা খাটে । আত্মহত্যা মহাপাপ । চিৎকার করে

কঁদে ওঠা । সমবেদনার হাত প্রসারিত করা ।
মিছিলে-মিছিলে ভেঙে ঢল নামা । নিষিদ্ধ এখন ।
প্রেমের কবিতা লেখো । ভালবাসো কিষাণ নাই বাসো ;
প্রেমের কবিতা লেখো । দায়হীন, দায়িত্ব ব্যতীত ।



এই মার তেমনাকে খেতেই হবে । প্রচণ্ড চড়ের
শব্দ শুনে জেগে ওঠে মানব জমিন । দূর থেকে
বাতাসের বেত্রাঘাত খড়ের চালের পিঠবেয়ে
মুচড়ে ওঠে মাংসের ভেতরে কালা দেয়ার বেবান

বঁশের বেড়ার সাথে ভেঙে পড়ে সারাবছরের
গচ্ছিত চালের জ্বালা । পেঁয়াজের বীজ । লোনা-ডাল ।
রাস্তার ওপর থেকে ছুটে আসে বৃটের ধারালো
তীক্ষ্ণ শব্দ । উঠোনের কোণ থেকে, মেঝে ভেদ ক'রে,

মস্তিষ্কে মগজে ক্ষুর । কচি আনাজের ক্ষেত কেটে
নেমে আসে চাঁদের শানানো ছুরি । গোবর গোয়ালে
ভীতিকর অস্থিরতা । নিজের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ।
মিথো জন্ম টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে সব অল্পনা-লী
রক্তাশ্রুত কিমাকার পড়ে থাকে বেবাক অকলে

ধূলোয় কাদায় খালে নৌকার গলেই থেকে জলে ।
উদাস্ত আশ্বাস বাণী । স্বাধীনতা । রবীন্দ্র সঙ্গীত ।
নদীর কিনার দিয়ে দীর্ঘকাল। মানুষের সারি ।

এই মার তোমাকে খেতেই হতো । দূরন্ত লাথির
আঘাতে, গোলার আসে, জেগে ওঠে পালিত পশুর
এক পাল, ভাবে, তবু ভালো, কী-অবাক বেঁচে আছি !
নিয়মিত হালচাষ, আহত ঘাড়ের ক্ষতচিরে

জোয়ালের চকচকে ধারালো ইস্পাত, টান-টান
শ্রমেরঞ্জে জন্মিও উর্বর হবে । ধানের ফলনে
হাজার হাজার পঙ্কপাল বহু-বহুশূণ ধ'রে ;
মাটিজল আকাশের যথবদ্ধ দারুণ নিয়তি ।



কতোদিন এইভাবে ক'বছর যুদ্ধ করা চলে ?
১৯৫২ র অমর ২১ থেকে আজ
শহীদ চল্লিশ লক্ষ, তিন লক্ষ ধষিতা নারীর
গোড়ানী ; মুনির চৌধুরীর রক্ত উজিয়ে এখন

কেমন স্রবোধ, ভদ্র ; লাঠি তুলতেই একদম
গোবেচারা, ভাজমাছ উন্টোতেও জানে না বোঝে না,
হুঁকুম তামিল ক'রে ঘরদার রাস্তাঘাট খুব
পরিকার রাখলেই কালাআত্মা নিশাপ নির্মল

ছিমছাম ; কতোকাল এই ধুঁকে ধুঁকে মরা চলে ?
নিজস্ব সম্মান বোধ, গরিমার সঙ্গে বেঁচে থাকা,
রূপকথা ; দাদামশাইয়ের গালগল্প শুনে শুনে

আজকাল, কসাই-এর দোকানে গোরুর কাটা মাথা

থেকে উঠে আসে খোঁরা, রোদে পোড়া কড়া আগুনের
গনগনে থান ইট চেপে থাকে বুকের চুল্লিতে
ধমকের ত্রাহিস্বর একমাত্র নিস্তেজ মগজে
ষোড়শের উৎসাহ আনে ধমনীতে জোয়ার ও ভাঁটা ;

কতোদিন এইভাবে এই ঘাড় সোজা করে রাখা ?

১৯৭১ এ স্বাধীনতা, উদ্দাম দাপটে

ভীষম নদীর ঢল, যত কিশোরের ছেঁড়া চোখ,

শহীদুজ্জাহ কায়সারের মরদেহ মাড়িয়ে এখন

টিলেঢালা মধ্যবিস্ত্র চলনে-ধলনে, শাসনের

দণ্ডদেশে ফী-জুল্লর খোঁরাড়ে বাছুর ; আত্মস্বখে

স্বপ্নাধীন, লজ্জাহীন তকতকে কারাকুঠরিতে

আপন স্বভাবে, দাস ; বন্দী, নিমজ্জিত স্বমেহনে ।



এই তেরোনদী সাতসমুদ্রের পেরিয়ে স্বপ্নপুরী

কোটাল রাজার দেশে দণ্ডবিধি জারি হ'লো—১ ;

গত দুই সন জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে বিপুল

তাই এই আজ থেকে আগামী বছর কেউ, কোনো

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘুমুতে বা এক বিছানায়

শুতে কিংবা স্বামী স্ত্রীর মিলন কর্তব্য যথাযথ

পালন করতেও পারবেনা, যদি প্রমানিত হয়

কোনো ব্যক্তি অথবা রমণী কামিনার বাসনার

তাড়নায় নিয়ম ভেঙেছে ভাঙতে উদ্যত হয়েছে ,

তা'হলে সশ্রম সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হবে ।

রাজা জানে, আজ্ঞাবাহী মধ্যবিন্দু বহুদিন থেকে
সবকিছু তুষ্ট চিন্তে মেনে নিতে জো-হুম রাজী ;
তাই যত আইনের অলৌকিক প্রতাপের বলে
তার প্রতারক স্বপ্ন রাজত্ব-শাসন টিকে আছে ।

শমনের টান-টান দড়ি একটু ঢিল দিলে সব
সবকিছু নির্ঘাৎ-পড়বে ঝুলে রাজহত, রাজা,
চাপাবাজী একসঙ্গে টুপ করে ডোবার কাদায় ;
যাচ্ছেতাই স্বপ্নপুরী, তার ইচ্ছেমত কাজকাম ।



হবুচক্স রাজা গবুচক্স মন্ত্রী জমাতা কোটাল
কাহিনীর অঁস্তাকুড় থেকে উঠে এসে রাজাপাট
সাজিয়ে বসেছে । দোর খুলে বাইরে এলে দেখা যাবে ;
পায়ের হেঁটে চলে রাজা, পাহারায় পুরুত লেঠেল
রথে আর হাতিতে সওয়ার । কী ব্যাপার ! কী ব্যাপার !
আজব কথাই ছিঁরি, কান পাতলেই শোনা যায় ;
লুঙ্গি ছেড়ে স্ফাট পরো, খড়ম বদলে জুতো, তবু
যেভাবেই পারো, অনাহারে থাকো, খরচ কমাও ;
যার-যার মাপ মতো ঠুলি কেনো, পরে নাও, কানে
তুলো অঁাটো । সহজ চলার ঢঙ শিগ্গির পাশ্টাও !
বেজন্মাকে শুল্লোর বেজন্মা বলা ডাকাতকে ডাকাত
মুখ ফসকে বলে ফেলা আইনতঃ কড়াদণ্ডনীয় ;
হঁাটেতে বললেই, হঁাটো ; হুম, দাঁড়িয়ে থাকো, টুপ !
বাতাসেরও কান আছে, শূনে ফেললেই হলো, ঘানি
টেনে চলো ; উহ্ আহ্ করলেই শুল্লোতে গর্দান
কাটা যাবে, সোনা-পেতলের সত্যি মিথ্যে একদরে
বিকোছে বাজারে, হালে গরুর বদলে মরা ঘোড়া,

কম গাথা ; কবরের ঠাণ্ডা শাস্তি, বিষাক্ত নিশ্চিতি,
 ঘরেতে বেঁধেছে মাকড়সার বাসা ; ব্যাঙ, গিরগিটি,
 জনতার ছুঁড়ে ফেলা আঁস্তাকুড়ে ষড়ষষ্ঠ ফেঁদে
 হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী শানাচ্ছে শাসন ;
 শূভকরে ফাঁকি গুলো কেমন অঙ্কুর মাছে মিলে ।



এইবার কবিতার ছন্দ চিত্রকর হোগলার
 বেড়া, ছনে-ছাওয়া ঘর, দৌঁ-আসলা মাটির কাঁচা ভিত,
 উপড়ে ফেলে কীর্তন খোলার রক্ত মেদমজ্জা হাড় ;
 কয়েক হাজার পতিতার জংলা পুরোনো ভিটার
 অনাদি কালের ঘুঘু পুলিশের ঘেরোকুত্তা, পোষা,
 বেদম চরিয়ে ; জন-মুনিষ্যির বোঁ লোটা-ঘটি
 ভূমিহীন মজুরের ভূমির অপূর্ব সংকারে
 চিত্রল চাঁদের দেশী-বিদেশী চিতার চক্রান্তের
 সাম্রাজ্যিক উলঙ্গ পেষণে এক হাজার বিষার
 চষা ভুঁই, ভাঙনের ঢলে চিরতরে ভেসে গলে ;
 করিম আলীর খ্যাঁবড়া দস্তহীন মুখের চোরাড়ে
 চৈত্রের খরার দক্ষ ঘোলা-স্বপ্ন, চোখের কোটর,
 অনাবাদী চোরালের, লাঙ্গলের নিরেট কর্ণণ,
 ঝুঁড়ে তোলে বলিরেখা ; এইবার দেশ গড়া হবে ।



কোনোই সমস্যা নেই । লুজি ছিঁড়ে গেছে ? তালি মারো !

গেঞ্জি নেই? ঘামে ভেজা উদম শরীর রোদে সঁকো।
সপ্তাহের ছ'টি দিন দানা পানি পড়েনি নালীতে?
তাতে কি? একটবেলা কারেক্রেশে অনাহারে থাকো।

মেরুদণ্ড বঁকে গেছে? আরও একটু বঁকে যেতে দাও।
সোজা হয়ে দাঁড়াবার যত্নসব অসহ যন্ত্রণা;
এর থেকে মুক্তি পাবে। আজীবনে সাথ ইচ্ছেগুলো
মরে যাচ্ছে? যেতে দাও। অহেতুক হলো চৌচামেচি

মিছিল মিটি বাদ-প্রতিবাদ; কিছুটা শান্তিতে
থাকা যাবে। পোলাপান খেতে চায়; বলে দাও, মানা।
খেতে মানা, পরতে মানা; চতুর্দিকে ভুতুড়ে শাসন;
বেলাদব চুল রেখে রাস্তা ঘাটে বেরতেও মানা।

চুল ছেঁড়ো, মাথা ঠোকো! কী অদ্ভুত? এই অন্ধকার
এতটুকু নড়েও বসে না। কোনো চিংকার নেই।
ঠোঁটের দু'ধারে হাসি জমে গেছে! কোনো শব্দ নেই।
এতোসব অনুভব; এর কোনো প্রয়োজন আছে?

কাটছাট করে ফেলো। পেট আছে? খিদে নেই, ভালো!
খিদে আছে? অন্ন নেই। এই গোলমালে অনুভূতি
কেটিয়ে বিদায় করো। কোথাও ষাওয়ার গাড়ী নেই?
নাও নেই? হেঁটে ষাও! ক্লান্ত লাগে? ধেমে থাকো! চোখে

খুলো বঁধে? চোখ বন্ধ করে রাখো। কোন সমস্যার
যথাযথ সমাধান কে কবে করেছে? অতএব
'কৃচ্ছ্রতা সাধন' করো। লুজি ছিঁড়ে গেছে? তালি মারো।
গেঞ্জি নেই? ঘামে ভেজা উদম শরীর রোদে সঁকো।
গালের চোয়াল ভেঙে কান্না বিঁধে আছে? বিঁধে থাক!
সপ্তাহের ছ'টি দিন দানা পানি পড়েনি নালীতে?

আজ থেকে এক বেলা অনাহারে থাকো । মারা যাবে ?
বেশ যাও । কোথাও সমস্যা নেই, নিশ্চিন্তে যুমোবে ।



ইমার্কি থামাও । জব্বারের ঘামক্রেদ, দুঃখশোক,
খেটে খাওয়া বুকের পাঁজরে উপবাসী ক্ষয়কাশ,
জরাজীর্ণ হাতের তালুতে ম'রে আসা ভাগ্যরেখা,
উন্নত ললাটে জুড়ে অনাবাদী রসুনের চষা
বালিয়াড়ি, আদিগন্ত ফাঁসে আসা ঝড়, শিরা-ফেটে
বোশেখের ভ্রু-কুটি, উড়ে যাওয়া চালের মাঙ্গুল,
বানভাসি ভাতের বাসন, অনাহারী সন্তানের
পচালাশ, অভিশপ্ত ইতিহাস, দুর্বার খেমাল ;
ফতেমার কপিশ চোখের লোনাজল, ভাঙা হাড়,
চিমসানো বুকের দুধ, শরীরে লেপ্টানো কালোতানো,
পাত্তার নলার সাথে দু'টো লক্কো, অনাজ ছালুন,
গায়েবাক্কো স্বামীর সোহাগ, পেটে বেড়ে ওঠা স্বাদ,
ঘোমটা-টানা মাটির বাসর ফাঁড়ে কামিনীর ঘাণ,
অভাবের নিশুত শিথান, কাল নাগিনীর ফণা,
মেখে-মেখে চাঁদের ভুবনে ভূমিবস, মহামারী
মেহেদীর রক্তলাল আলতা মাখা দুঃস্বপ্নের শিশ ;
এই নিয়ে ভোজবাজি তামাম রঞ্জীলো জুরোচুরি,
এবার থামাও শালা । শুরোরেরা ইমার্কি থামাও ।



এই স্বপ্ন ঘাটের বয়সী
বাঁধা বতীনের রক্ত থেকে
জেগে ওঠে প্রভাতী আকাশ

বারান্নের প্রথম রোদুর
বাঁশের চালের ধান বেয়ে
জানালা গলিরে ঢুকে পড়ে

একান্তরে দাওয়ার ওপর
চুলোয় আঙুলে ফোটে চাল
নবাসের বিলোল আঘানে

এই সাধ মেঘের সমান
অলস দুধায় মোটা ভাত
জল ছাতিফটা পিপাসায়

মধ্যবিত্তের কড়চা



‘এঁ! কপিল! আম এই মাজরাইতে পাণ্ডুর কিম্বারে
খাটালের লাই হাসস ক’!। কই হি হি আমা!’

‘আ মরদ, হাত হাড় বুজা গ্যাছে কামন আমতা।’



আদিপাপে অভিষিক্ত জিসাসের সন্তান-সন্ততি
 শতাব্দীর বেতাজ শাসন জয় দিল শিকার ধ্বংসে
 শত্রুর ঠগবাজ মধ্যাহ্নক ভ্রামাটে জারঙ্গ;
 বীরহীন পাগগত; ভুলে গেল, তারও যে স্বপ্নে
 জিগ আছে উৎপাদনে সমান সক্ষম; নিদ্রাহীন
 তাই আজ ব্যর্থক্রোধে বেনিহ্ন দুঃস্বপ্নে লোভে পানিষ্ট, উদ্ভাদ।



খাড়াঝা প্রচার করো, মাথার ওপরে লুঙ্গি তুলে
 মোড় দাও সদর মাতার, কিবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ
 ল্যাভানো নুনুর গাম্বে হাত রেখে হতচ্ছাড়া পাজী
 পাম খাওয়া লাল দাঁতে ক্লীব কিম্বাকার হেসে ওঠো।

বতো বোঁ জিরজিরে পোলাপান বেদম পেটাও
ভৌষণ শাসাও মুখ থেকে ধুখ কফ গালগাল,
ড্যাবকা শালীর জজ্ঞা-নিত্যে ঘর্মাজ লোভী চোখ,
বিবেকের মগজ চিবিয়ে, আন্ধা স্রোণ পেলেনই

কাজের ছেড়ীর বুকে গোত্রা হাত ; ভোরে কাগজের
পৃষ্ঠা থেকে মুখ তোলে ফেরেশতার হাসি ; সেক ডিম,
দু'টো ভালো কথা, কি যে হ'লো, এতো যুদ্ধের তজ্জন ;
রোববার প্রভাতী চায়ের স্রুখে স্নিগ্যানের ছবি

অসভ্য সম্বাসবাদ সভ্য হবে লাঠির গঁতোয়,
মাছের বাজারে ইলিশের দর কেন যে বেড়েছে ;
সাভারে দু'পাকি জমি হয়তো বা সস্তায় পাওয়া যাবে,
এমন স্রুদ সভাবনা ; আজ বেশ্যাপাড়া ঘুরে

ফিরে তুট্টিতে চেটে আসা যেতে পারে, নিত্য চাই
নতুন আশ্বাদ ; পুরো নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে ফেলা
প্রাণীজগতের কী বিপুল স্বাধীনতা, যেখানেই
যেমন বাড়লেই হ'লো নোংরা প্রাকৃতিক কাজকাম ;

তাই, যতো শীঘ্রই সম্ভব চাই, সব পান্টে যাক,
সমাজ শাসন, তবে স্রোণের পালা ভারী হোক ;
দূর ছাই কবিতার সাহিত্যের নিকুচি করেছি,
যন্তোসব টকমিটি, পরাবাস্তবের উড়া মেঘ

টাদের বিমূর্ত খাটে মহয়ার বেনিয়া উপমা,
তবু থাক, লেখা হোক, গান, তাও গাওয়া হোক,
প্রজাপতি পুষ্পক পক্ষীর খাসা বদলী ঠোণ্ডের
ভাঁজ খুলে যেত-শুল দাঁতের মাড়ীর খাঁজ থেকে

হোক, আলোচনা হোক, মানবিক অধিকার বোধ,
বিবেক, যন্ত্রণা, ঘৃণা, মাঝেমাঝে কুটকুট কাটে
ছারপোকা, আরশেলা তোষক-বালিশে বেয়াদবি
ক'রে ফেলে, ঝাড়েবংশে বেবাক উচ্ছেদ প্রয়োজন ;

সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা, নাগরিক দায়িত্ব, কয়েক
হাজার রূপালী মুদ্রা টেলে দিলে এক ধাপ শূভ
পদোন্নতি, পরস্পর স্বার্থরক্ষা পবিত্র ইমান ;
বৈচে আছো ? কচিঘরে যাও । দুই মক্ষণ দেয়ালে

কদর্য অন্নীল আলিঙ্গনে সাঁটা মদির বালিকা,
প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন অভিযান, বাহু তরতর
এগিয়ে চলেছে ; পায়ে থেঁৎলে দাও পিঁপড়ে তেলাপোকা ;
আত্মতৃপ্ত, বীরের সাধনা পাবে, আয়নার গৌফ দাঁড়ি

নিখুঁত কামিয়ে লোশনের ঘ্রাণে, বেলজিয়ান কাঁচে,
পুরুষের চিহ্নগুলো নেড়েচেড়ে দেখো, ফাঁড়িয়ার
আত্মিকবিশ্বাস, ক্ষুধাতুর, কোষ্ঠকাঠিন্য লালিত
খেতাজ সন্ন্যাস, বিষ্ঠা, আশয়ের দুর্ভাবনা ; ভাঁড়

সারাক্ষণ মুখ গোমড়া ক'রে রাখো, দিন শুরু হ'লো ;
লোমে আলো হাওয়া, ঠোঁটে বক্র রেখা, শানিত ব্রেডের
অসাবধানে কেটে যাওয়া গাল চুঁয়ে ব্যথা, অপরাধবোধ,
চিন্তা নেই, জুয়ার নামাজে পুত চোখের পানিতে

ধুমে যাবে ; সুর্যোগ মেলে না তাই চরিত্র স্বভাব,
গর্ভবোধ ! ছাগল ভাঙে না বেড়া । ইগলের
সামান্য হৃদিস পেলে নিজেকে গুটিয়ে নেয় সাপ ।
কিছুটা বিক্ষোভ চাই, মই বেয়ে ওঠার কোশল

পৌদে লাথ মরা রক্তে বইয়ে দেয় উচ্চতা, আমেজ ;
 যে ভাবেই হোক জাগো, জেগে ওঠো, ঘেরো কুকুরের
 সহবাস দেখে রক্তফাঁটা চোখ, ন্যাতানো নুন্ন
 গায়ে হাত রেখে বলো, স্বাধীনতা চাই, পুরোপুরি

স্বখে নেই, তাতে হ'লোটা কী, মনিব তো স্বখে আছে ;
 উহ- লগনের পথে বাস উণ্টে পাঁচ-পাঁচটা লোক
 মারা গেল ; শালা ঐ ডাইভার নিশ্চয় এ-দেশী,
 ওকে যেন ফাঁসীতে লটকান ; যদুনার পাড় ভেঙে

এক লক্ষ ঘরবাড়ী হা-ভাতে ছিঃ ন্যাংটা পোলাপান
 ভেসে গেছে বা না গেছে, এই সব বাজে অপমোক্ষণীয়
 সংবাদ, ঘটনা কী-যে ক্ষতি বৃদ্ধি করে ? কাল থেকে
 টেলি-সেট একমাত্র খেলা, বিদেশী ছবির ঘণ্টা তিন,

খেলো হবে ; দ্রবামূল্য বেড়ে গেছে, বেশ, মিছেমিছি
 জগৎ সংসার ধ্বংস হোক, একা আমি কি জোয়াল
 টেনে যাবো, নিজের বৌ-এর ব্যবহারে ব্যবহারে
 বিশ্বাস সতীত্ব স্বৈর খোলাগুড় ঘরের মাচানে ;

পঞ্জিবাদ ভেঙা যাক ; তবে যেন প্রতিটি লোকের
 পঞ্জিবুদ্ধি ঘটে, বাড়ে ব্যাংকের ব্যালাগ, 'স্মার্ট'-বিজ্ঞ
 সিগারেটে খোঁয়া ছেড়ে বন্ধ বলে ; পৃথিবী পাশ্টাবে,
 এই মদ মেয়ে কফি আমাদেরও হবে ; বেশ ; করে !

কোন শালা করে গেছে প্রবল জোয়ারে মাগ-ব্যাটা
 খাটে যায়। মাথার ওপরে ছাদ। অভ্যাস, অভ্যাস।
 তোষক বালিশ কাঁথা উরোত পেঁচিয়ে লুপ দু'পা।
 ইন্টিমেট। বড়োজোর কুকুর-কুকুরী শোঁকে ঘ্রাণ।

বাড়ে চেপে সহাস্য বিদেশী ভূত কাঙ্ক্ষিত, অচেনা,
উপনিবেশিক দুঃস্বপ্নের ফাটা ডিম্ব জলন্ত তাণ্ডায়;
কিছুটা বিদ্রোহ চাই; সাহস, সততা, উন্মোচন;
দূর ছাই ক্রমেই একাকী করে বিরজ, অস্থির;

যেখানে যেমন ইচ্ছে যাচ্ছেতাই ঘটিয়ে ফেলার,
আর কিছু নাই হোক সহবাস মলমূত্রত্যাগ,
বৌ পেটাবার লাশ মাটির গহ্বরে গঁড়ে রেখে
ভদ্র-ভাবে স্তম্ভ-সমাজে শাসকের দণ্ড চাই।



মাটিতে শেকড় নেই। শুধুমাত্র গাছ আছে ঝুলে।
হাওয়ার গোঙানী আছে। গাছের শাখায় একা ঢিল।
সন্ধ্যা নামে। ঘরে ফেরা তার আর হবে না কখনো।
দুই-টি পাতার ফাঁকে সঁয়াতসঁয়াতে পিচ্ছিল অঁধার।

শাবলের ফল দিয়ে খোঁড়া হ'লো শেকড়-বাকড়।
ছড়ানো মাটির গন্ধ ওপড়ানো বস্তির ঝুপড়ি
স্মৃতিগুলো সামাজিক। ইতিহাস কালজ, শাসিত।
নিয়ন্ত্রিত হত্যাযজ্ঞ মেনে নেয়া স্তম্ভ নিয়ম।

প্রগতির বন্য চোটে ঋতুমতী উষান্ত-ফলন।
নিত্যনব্য মূল্যবোধ বিদেশী মাটির আমদানী
ভিন্ন ঘাস উঠবে গজিয়ে। দক্ষযজ্ঞ, চাষাবাস,
নির্মমতা; কাণ্ড থেকে শুধু-শুধু রক্ত করে পড়ে।

ডাল থেকে উজ্জল লটকাবে ম্যাডোয়ার বিজ্ঞাপন
উড়ন্ত হোওয়ালাসামনী হাসি কোমর জড়িয়ে ;
মাটিতে শেকড় নেই। মহাপুণ্ডে বলে আছে গাছ।
তবে তাই, বন্ধ হোক। এই ঠাট্টা, প্রেম-প্রেম ভাব।

রূপকথা



আদ্যিকালে যদিবুড়ি-জটাবুড়ি, যকের উঠোনে
চেঁকিলালে বর্তমানে মৃগুরী কপিলা, খোলাচুলে
ফেটে গড়ে জরাট উরুতে শুনে শাড়ির অঁচলে,
ওড়ে হাওয়া, মাটির সূত্রাণ, বৃষ্টি, রোদের মহিমা ।



যদি গালাগাল দাও, শুধুমাত্র নিজের ছোট হয়ে বাবে ;
রাস্তার কুকুর, সেও অনেক-অনেক ভয়প্রাপ্তী,
মাঝার ওপরে বাজ, সেও কথা দিয়ে কথা রাখে,
প্রতিটি কাজের মধ্যে মেধা মানবিক ছাপ থাকে ;

থানাখন্দে কিলবিল করে কেঁচো, যদি খুঁখু ফেলো,
ছেটাও চরম যেমা, নিজের শরীরে এসে লাগে ;
পশুর পশু থাকে, বাঘের ব্যগ্রত্ব, বন্য তেজ,
নোংরা-ক্লীব ইতরের শুধুমাত্র অস্তাজ ভাঁড়ানি

এঁটোশ্যাওলাধরা দাঁতে লেপ্টানো দুর্গক গোপ্তা হাসি ;
যদি বলো, “এই সব নিরীহ হত্যার জন্যে দায়ী,

একমাত্র তোরা দায়ী ;” ফাঁসির দড়িতে একবার
দুরন্ত চোখের দৃষ্টি ফেটে পড়ে চিংকারে, ক্রোধে ;

“না না ওরা কোনো শত্রুতারও যোগ্য নয়, যোগ্য নয়,
কাকে তুমি দায়ী করো, শেয়ালের কোন দায়ভাগ ;”
ডেনের উচ্ছিষ্ট খোঁজে কাক, পচা গলিত মাংসের
উৎসবে এসে জোটে ডেরো পিঁপড়ে, শকুনের পাল

জনম কাঙাল, লোভী, অন্যের ওপরে খেয়ে-দেয়ে,
দানছত্র চটেপুটে, লকলকে জিহ্বার উত্তাপে
পুড়িয়ে ফেলেছে শস্য, নদীনালা জলশূন্য, মাঠে
হাড়ের পাহাড়, অতিপ্রাকৃতিক ধুধু মরুভূমি ;

রাক্ষস ক্লোকস নয়, ক্লোকস রাক্ষস সেজে বসে,
ক্ষুদ্রভীতি হীনস্বার্থ আত্মবিরোধের যুগটিপথে
প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে ঢল নামে শোষিত রক্তের ;
কাকে তুমি দোষ দেবে, ফেটে পড়বে ক্লোভে, তুলে নেবে

বেতো হাতে বহন সড়কি ; রূপকথা, ঘুম ভেঙে
আচমকা চোখ মেলে চেয়ে দেখে ; নীল কমলের
মুষ্টিবদ্ধ তরবারি, খোলা, তবু এতো অনিশ্চিত,
লক্ষ্যহীন, বিপুল সংশয় ভারে সামান্য উদাত,

স্বপ্নের আগুনে পোড়ে, খোঁয়া ওঠে ; গাড় হয় রাত ;
বড়ো ক্রিয় এই অক্ষমতা, এর কোনো ক্ষমা নেই



হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া, এরা সব সং ;
আজগুবি পাত্রমিত্র ; মুড়ি-মুড়কির একদর !

এই শালা নেমে পড় ! ধর ধর ঐ গেল চোর !
 কী করেন কী করেন, কী মশাই চেনেন না উনি
 গতকাল সম্রাট ছিলেন। খুব চতুর সন্ধানী।
 তিন-পুরুষের ভিটেমাটি বেঁচে বথে যাওয়া ছেলে,
 নামজাদা অপদার্থ। বেহেড রাস্তার ধুলো থেকে
 বন্দুকের এক খোঁচা বসিয়ে দিয়েছে মসনদে।
 দাবার সেপাই, মন্ত্রী, মহারাজা ; শুধু উণ্টে দিন !
 একদম বাজীমাং, সব শালা এক চালে শেষ !
 দেখবেন গুটিগুলো কে কোথায় মুখ খুবড়ে প'ড়ে।
 ঘামের-প্রমের মূল্যে কেনা-বেচা, কড়া জালিয়াতি,
 চালাচ্ছিল খাসা ; মহাধুমধাম, সাজানো শাসন,
 রাজ্যপাট ষড়যন্ত্র, হত্যামন্ত্র খেলাল-খুশীর ;
 ঠাকুমার বুলি থেকে ছিটকে আসা বানোয়াট ছক,
 সভাসদ, ডাইনীবুড়ি, নিয়তির নিষ্ঠুর কোটাল ;
 কাহিনীটা পার্টে নিন, শালাদের হজ্জতি সাবাড়।
 এইবার নেমে পড় ! খেল শেষ, কোথায় পালাবি !
 বান ছোটো বুড়ুকু মানুষ প্রজা সন্তান-সন্ততি ;
 মানবিক সামান্য খোঁচার রাজা হা-শুনো লোপাট।



যে যেমন তার সঙ্গে সেই ভাষা, সেই আচরণ ;
 কুস্তা হ'লে মারো জুতা, সাপ হ'লে, করো দণ্ডাঘাত,
 ঘোমার বিরুদ্ধে ঘোমা, পশুর বিরুদ্ধে পাশবতা,
 বানের বিপক্ষে বান, অন্ধকার ঢাকো অন্ধকারে ;

গর্জে ওঠে তীব্র বড়, একমাত্র গর্জনই ক্ষমতা,
ফুঁসে ওঠে কালো মাটি, একমাত্র বিক্ষোভই বিশ্বাস,
গনগনে কমলা জলে, একমাত্র আগুনই উত্তাপ,
ঢল নামে মানুষের, একমাত্র প্রাবনই উদ্ধার ;

কিন্তু যারা এই পশু নয়, সাপ নয়, কুত্তা নয়,
নয় পোকা নরকুণ্ড অভিশাপ বান হলাহল,
ক্লীবের ক্লীবত্ব নয়, ইতরের চেয়েও ইতর
লোলচর্ম রক্তলোভী বীর্ষহীন কামুক চাড়াল ;

এদের বিরুদ্ধে কোন ভাষা কী যে সঙ্গত আচার ;
থমকে যায় যেমা ক্রোধ নিজের বিপক্ষে দুঃখেক্ষেতে
কবিতার মূখভঙ্গী, গদ্যের মার্জিত উপহাস ;
দিবদিক মাটির পাহাড় ফেঁড়ে ছোটো লাভাস্রোত ।



এই ঘাণ বহুচেনা । পচা পাট, কষিত মাটির ।
জালার ভেতরে ধান । গলে যাওয়া কাঁচা স্নপুন্নির ।
বর্ষার গলিত পথে কুয়াশার আন্তরগ ফুঁড়ে
ছনের চালের সাথে আধনোরা বাতাবির পাতা ।
বাঁশের ঝোপের নিচে ঘন শটিবন । অন্ধকার ।
ভেজামুখ । কপোলের যার ছুঁয়ে গড়িয়-গড়িয়ে
সবুজ মাঠের শেষে নেমে যায় এক বিন্দু জল
লবনাক্ত চোখের কুয়াশা জ'মে দীর্ঘ বেনা ঘুম ।
বাটির দু'পাশে আ'শটে, মাছেরকানকো ; এক কোণে
উ'বু হ'য়ে বেড়ালের দু'টো ছানা । দাওয়ার কিনার
বেয়ে ক্লীণ একটি রক্তধারা মিশে গেছে বহুদূর

পেরিয়ে গাঁয়ের সাঁঝ দাদাঠাকুরের রূপকথা
 তেঁতুলের বুড়ো গাছ সাক্ষীবট হোগলার ঝোপ
 ভিটেপ্রান্তে যেখানে কাটাবে অপেক্ষায়, সারারাত,
 ভোর হবে, উঠে আসে রোদ এই রক্ত শূঁকে-শূঁকে ।
 এই ঘাণ বহুচেনা । দুয়োরানী, দুঃখের-কষ্টের

এই ক্ষুধা পুরাতন । বুকের হাঁপরে ঘুণেধরা
 ক্ষয়কাশ । যমুনার কালশ্রোত উথাল-পাথাল
 করে খায় দুই পাড় । তামাকের গুড়ুক-গুড়ুক,
 ভোর হ'লো । লাল মাটি শুষে ফেলে শিশিরের জল ।
 কলার পাতায়, বুনো ঘাসে, শিরিষের ঘুমভাঙা
 আদ্র চোখে, বেঁধে তীর । চালের ভাঁড়ারে হটোপাটি,
 ইঁদুরের একপাল দেয় ছুট, হিমেল বাতাস
 তোলে হাই । গতরাত বাসনার ধ্বংসের স্মৃতি
 মুছে নিয়ে খোলাচুল হেসে ওঠে উদার উঠোনে ।
 ধাড়িতে ফুটেছে জল । খইরঙা হাঁসগুলো দূরে
 এঁদোপুকুরের ঘোলাজলে ঠোঁটে-ঠোঁটে টেনে তোলে
 ভাঙা শামুকের খালি খোল, শূন্য মুখে গাইগোক
 হালের জোয়াল কাঁধে ; রাজদণ্ড মোড়লগতিতে
 হাটে সূর্য । ক্ষুধার আদিম অঁচে দপ ক'রে জলে
 ওঠে খরা অগ্নি জরা ঠিক এই মাথার ভেতরে ।
 এই ক্ষুধা পুরাতন । রাক্ষসের, পেটের গুহায়

পাঁকেরভে মাখামাখি রাজার কুমার, পঙ্খীরাজ,
 ভোমরার প্রাণবন্ধু, নয় কোটি রাজার সন্তান ;
 কড়িকাঠে ঝুলে থাকে নবীতুন, গাঙুরের জলে
 ঘটিবাটি ছেঁড়া কাঁথা, হরিণীর পোড়া তৃষ্ণা, ধড়,
 উষর বাতাসে উড়ে, পড়ে কার্পাসের পঁজা তুলো
 অনাহারী ব্যাধের বালিকা ভাঙা ধনুকের ছিলা
 অভিশপ্ত তুমুল সাগর মাঠ উর্বর শস্যের ;
 অন্যদিন তেপান্তরে ভরাপেটে ঘুমপাড়ানিয়া

ভোজের খাদ্যের উষ্ণ মৌ-মৌ সঙ্ঘার পিড়িমে
অন্যভাবে বলা হবে ঘামে-ষেদে উজ্জ্বল কাহিনী ;
আকাশে পতাকা, জলে ভেজী নাও , কুরের শব্দের
এই ঘাণ আতঙ্কার, এই ক্ষুধা আপন ভায়ের ।

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩



চাঁদাঘি বুকের মাংসে এলেবেলে নখের আঁচড়,
ঘাটানে, খাটের নিচে, মেচি বিভ্রাণের অর্ধশুট
মিউ-মিউ, ডিখারী-চোখের তীর হি-হিংকারে
পলাতক, অপরাধী, হাতজোড় কিছুই করার
মেই, এ-ই বোউ-এর আঁচলে বাঁধা হিসাবের কড়ি,
কমা ক'রে দিন ভাই, আমি কিডু তবু বেঁচে আছি।



দুপুর রোদ্দুরে শাড়ি জ্বালালাকানিশ বেয়ে নিচে
 সন্ধ্যাে ঝুলিয়ে দেয়া, ছাদের কিনারে হাই তোল
 বেড়ালের দুধসাদা ছানা, গুট হাওয়া ওড়ে ধুলো
 ভিখেরিণী, ভাঙা চুলো, ছড়ানো ছিটানো সানকি, হাঁড়ি ;
 বরাপাতা খুব দ্রুত সড়ক পেরিয়ে যায় ; এরা
 কেউই নিশ্চিত নয় ; বিশেষত এখন যেহেতু
 স্বর্গ থেকে ধারে কেনা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আড়ালে
 মশা আর ফেরেশ্তাবাহিনী ভারী দোদ ও প্রতাপে
 দখলে নিয়েছে ঢাকা সঙ্গে ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা



এইমাত্র, ঘোষিত হয়েছে যুদ্ধ ; কার সঙ্গে কার ।
 সামরিক বাহিনীর ট্রাক সতর্কপ্রহরা দিচ্ছে হাঙ্গা
 মেশিনগান ট্যাংক, সব রাস্তার প্রতিটি মোড়ে ভারী
 কুচকী ধ্বংসের গুপ্ত অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে
 কাণ্ডজে বাঘেরা, ভেঙে দিয়ে চারিত্রিক অহংকার
 কবজ হংকার ছাড়ে ; প্রতিহিংসা, চাই প্রতিশোধ ;
 পথের ধুলোর হাটে বুলেটে-বুলেটে ঝাঁঝেরা বুকে,
 ঘোষিত হয়েছে যুদ্ধ, (শত্রুপক্ষ প্রয়োজন নেই) ;

নিরীহ রক্তের মাংসে ভোজ্যস্ত্র দেবতাতুল্য
আত্মস্থ বাড়ায় দুধার স্বাদ ; নাক ডেকে ঘুম



কিছুই ঘটেনি কাল । গতকাল ঘটবে না কিছুই ।

ভোরের ক্ষমোক্ষ রোদে চোমারে এলিয়ে ঘুমোঁসা
দেহমুণ্ড অবশ চোখের পাতা খুলি-খুলি করেও না
না খুলে, মাখন রুটি অনিচ্ছুক বা হাত বাড়িয়ে
প্রভাতী কাগজ, কাপ, কোলের ওপরে, ক্রান্তরতি
স্বাদের চায়ের সঙ্গে সরকারী প্রেনের বিজ্ঞপ্তি -

গতকাল কিছুই ঘটেনি ; গুটিকয় বদমাশ,
ছাত্রনামধারী গুণ্ডা পুলিশের ওপর চড়াও
হওয়ায়, কর্তব্যরত আইনের রক্ষক বাহিনী
গুলি ছুড়তে বাধ্য হয় ; (এই ফাঁকে বলে রাখা,
প্রয়োজনে, বাধ্য হ'য়ে, ঘাতক চালায় গুলু ছুরি
হত্যা করা তার গিয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাড়না ।)
সমস্ত শহরে কারফিউ সঙ্গে ছ'টা থেকে ভোর
ছ'টা ; আজ যথারীতি অফিস খোলাই, রাস্তাঘাটে
কোনোই ঝামেলা নেই, সৈন্যরা টহলরত, যাতে
উচ্ছৃঙ্খল পাণ্ডারা আবার কোনো কাণ্ড না ঘটাতে
পারে কোনোক্রমে :

ভালো, এ রকম সরকার চাই ;

নিষ্ঠুর বাহুর বল এখন বিশেষ প্রয়োজন -
বিশেষত জাতির কঠিন এই দুর্যোগ মুহুর্তে

কলকারখানা ঠিকমতো চালাতেই হবে ; দু'টো
পয়সা ব্যাংকে না জমলে কী ক'রে জাতির অর্থনীতি
দৃঢ় মজবুত ; চাই, কেউ-কেউ বিত্তবান হোক
দু'টো দান খরসাত, তাও দেখি বন্ধ হয়ে যাবে ;

জাফর আসাদ নাম, কিছু নামহীন লোক নাকি
মারা গেছে ! (যত্নসব হুঙ্কারি খামোখা গণ্ডগোল,
থেকে দেয়ে কাজ নেই, ভিক্ষুকের ছানা এইবার
শিক্ষা হবে !) বা তা ছাড়া আমার কী ; ভায়ে-মামা-শালা
খোদার ফজলে বেচে-কিনে বেশ ভালোই আছেন



১৯৫২র ফেব্রুয়ারী, একুশ তারিখ ;
মনে হয় আপনি তখন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে
অথবা শিক্ষক সদ্য চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন,
কবিতা লেখেন, দু'টো-একটা পদ্য-টদ্য, মোটামুট
প্রকাশিত হয়েছেও কিছু-কিছু নামধাম, কেউ
কেউ চেনে কেউ-কেউ চেনও না, আগাগোড়া এই
বলা যায় বেশ সম্ভাবনাময়, এই ধরনের
একটা-কিছু লিখে ফেললেন আবেগের তাড়নায়
যার অন্যান্য হয়তো ভালবাসা ; মা অপেক্ষা
ক'রে আছে, কুমড়োর ফুলে-ফুলে এলানো লতায়
পড়েছে রোদ্দুর এসে, ছেলে তার ফিরে আসবেই,
আজ, না হয়তো কাল ; কিন্তু আপনিতো জানতেন
আজকে আমরাও জানি, ছেলে তার কোনদিনই আর
ফিরবে না, ফেরে না, ওরা যে ঢাকা শহরে মরতে বা

মারা পড়তেই আসে, রক্তে গর্জে তুমুল মিছিল;
 আপনার লেখাটি ভালো কী মন্দ সে বিচার অপ্রয়ো-
 জনীয়, ভরাট গলায় শব্দ জোয়ারের ঢলে
 পাড় ভাঙে বুকের পাঁজরে মোচড়ানি দেয় স্রোত
 গাঢ় পূর্ণিমার রাতে চাঁদপুর পেরিয়ে দক্ষিণে
 আর একটু এগোলেই সমুদ্র থেকে উঠে আসে
 ফোঁা রাশি-রাশি যাকে বলা যায় দু'কূল প্রাবিন্দা;
 আপনাকে বর্তমান পদে যিনি বহাল করেন
 নানা লোকমুখে শুনি তিনি নাকি নিজেও কবিতা
 লেখা চর্চা করেন, অর্থাৎ কবি; অস্বীকার করি
 এমন সাহস নেই বিজ্ঞতাও নেই, বিশেষত
 যখন অগ্রজ কবি, সবার নমস্যা সম্পাদক,
 স্বরকার টিভির ঘোষক শিল্পী সংবাদ পাঠক
 বোকা ভার সেছায় অথবা অনিচ্ছায় মেনে নেন
 দৈনিকের প্রথম পাতায় সংবাদের শিরনামে
 দিয়ে দেন এই দশাসই সার্টিফিকেট; তবে কি
 ঐ প্রতাপশালী ব্যক্তি আজও এই বয়স এখনও
 'সম্ভাবনাময়' প্রায়-প্রতি ক্ষেত্রে শাসন কার্যের
 ঝুটনাটি থেকে নরমুণ্ড, ভক্ষণের হজমের
 পাঁচন তৈরীর অতি সহজ কর্মও; তবে ঐ
 যে বলেছিলেন 'সম্ভাবনাময়,' ঐ কথাটার
 ফাঁকর গলিয়ে লেদু-খালেকের জমির-সংস্কার,
 নানা টাল-বাহানায় জাতীয় শিক্ষার টুটি চেপে
 ক'রে ফেলে যায় যাচ্ছেতাই কিছু; স্বর্গীয় সম্ভান
 জন্ম দান করা থেকে অন্যের সবল সম্ভানের
 বুক চিরে বুলেটের খেলালী, নির্মম নির্ভুরতা;
 ১৯৮৩র ফেব্রুয়ারী, পনেরো তারিখ,
 গতকাল গিয়েছে চন্দ্রোই; আজ খুব ভোর থেকে
 আরও কিছু মা অপেক্ষা ক'রে থাকবে, কুমড়ো ফুলে-ফুলে

ছেলে যাবে উঠোন, ফুলের রং-এ দাঁওয়া রান্নাঘর ;
 ফিরবে না তাদের ছেলেরা, ঢাকা শহরের রাস্তায়
 খুলোতে মিশাল রক্তে উঠে যাবে ট্রাকের চাকায় ;
 আপনি বহু দিব্য দৃষ্টির মালিক, মন্ত্রী, কবি,
 গদীতে আসীন আজও থেকেই যাবেন, জাতি চায়
 দুদিনে আপনার কর্মোৎসাহ, ঘাণ এরিণ-মুরের ;
 যে কোনো পাপের ক্ষমা মানুষ হত্যার ক্ষমা আছে,
 মহোদয় নিজগুনে ক্ষমা করে দেবেন ; প্রচুর
 অর্থহীন কথা হ'লো ; এই ফাঁকে আশ্রুন আবার
 ফিরি ইদানীংকার আপনার একটি রচনায় ;
 (কোথাও পড়ার চঙে মনে হয় পদা, মন্ত্রীদের-
 আমলাদের লেখা-জোখা ভরাকণ্ঠে সভায়-টভায়
 পাঠ করা একটু খুশী ক'রে চলা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে
 গেছে, এ-ই ইষৎ ভরতা) ; আপনি উক্ত রচনায়
 লিখেছেন, আপনার পূর্বপুরুষের পিঠে এক
 মস্তোবড়ো রক্তজবা ক্ষত ছিল, অতীব সহজ
 বোধগম্য কারণে সকাই ক্রীতদাস ছিলেন যে ;
 এই উক্তিটির ঐতিহাসিক সত্যতা বই খুলে
 যাচাই করতে যাওয়া অভ্রতা ; আপনিতো মন্ত্রী
 যা বলেন তা-ই বেদ তা-ই ধর্ম হাদিস ফতোয়া
 প্রতিটি কথাই লৌহ বেটনী-শৃংখল পাহারায়
 আইনের শাসনের প্রহরীরা সঙীন উ'চিয়ে,
 আর এতোদিন কেউ ক্রীতদাস হা হ'লেও আজ
 থেকে বহু ক্রীতদাস ভূমির সংস্কার ব-দৌলতে
 জন্ম নেবে অজস্র কছুরিপানা খানা-খন্দে-বিলে ;
 (বলি হরি আপনার দিব্যদৃষ্টি, ধনি, কতো দ্রুত
 কী-সুন্দর বুঝেও নিলেন কিনা আপনাদের গদী
 যতো দ্রুত ক্রীতদাস জন্ম নেবে ততো মজবুত
 গেড়ে বসবে, গর্দানের হাড় ভেঙে ঢুকে যাবে পিঠে ;)
 তার উপরেও কবি কবির অধীনে চাকুরিতে

বহাল; ইংরেজী আরবী রাষ্ট্রভাষা হলেও আপনার
কবিতা আরবীতে অনুদিত হ'লে শোভন জ্যাকেটে
বেকবে বাজারে, হয়তো জেতাও জুটবে, মোসাম্বেব
তাও কিছু-কিছু; এই দুর্ভাগ্যের দেশে খাদ্য ছাড়
খুনি বাটপার কবি বেশ্যা ভাঁড় কিছুর অভাব
নেই; তাই আপনার পূর্বপুরুষেরা ক্রীতদাস
ছিল কী ছিল না এই প্রশ্নের মীমাংসা না ক'রেও
বলা যায়; উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঘোড়া নোংরা
পিঠের পুরোনো ক্ষত আপনার অজ্ঞাতে দূষিত
(চুপি-চুপি বলে রাখি রক্তজবা উপমাটা বেশ
ভালোই এনেছিলেন; হায় করনার উল্লম্ফন !
এই যে শুনুন বলি মহা বদ-অভ্যাস, কার্যিক
কপটতা, বানানো ঠোঁটের গায়ে আলতো লিপস্টিক,
চেতনার ডিগবাজী ইতিহাস শাসিত কারণে
আকাংখার ফাঁক-ফাঁকি দু'টোই পুরিয়ে
দেয় খাসা; আসল কথাটা হ'লো, শূনেই রাখুন,
ক্ষত/ক্ষত, রক্তজবা কিবা পদ্ম কোনোটাই নয়;)
শাক, আপনার সেই পূর্বপুরুষের পিঠজোড়া
কাল্পনিক রক্তজবা ক্ষত পড়ে ছড়িয়ে পড়েছে
আপনার মস্তিষ্কে মগজে, ১৯৮৩র
১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোরে ভাগ্য ফেরে ঘেয়োপ'জে
রক্তপচা মামড়ী চাটে লোভাতুর নিকাম দি-জিল্ল



সাহসী মানুষ চাই; নিজে কিন্তু সাহসী হবো না

সাহসের ভান কিবা ভুল ক'রে দু'একটা কাজ
 ত্যাগ করবো না ; তবে, হ্যাঁ, লিখবো কালো আত্মিকার
 বাহু লড়ে ধাঁছে কালো মানুষের পাল, সাহিত্যিক,
 কবি মুটে শ্রমিক-কৃষক, যদি বা সম্ভব হয়
 দিয়ে দেবো শাকবাক্য শাকবাক্য ভাই এই চাই ভাই

স্বয়োগ পেলেই কোনো কার্পণ্য ছাড়াই দিল খুলে
 বলে ফেলি কেমন লড়েছে এই পোড়া দেশে গত
 বায়ান্ন র একুশেতে উনসত্তরের অভ্যুত্থানে
 একান্তরে দামাল ছোলর দল জান বাজী রেখে

এখন দেশের হাল, ভাই, বহু বিপদ-অপঘাট,
 খমোখা ঝামেলা নিজ ঘাড়ের ওপরে টেনে আনা
 আর যা ই হোক বুদ্ধি বিবেচনা মারফিক নয়, তা
 প্রাণে যদে বেঁচে থাকি কাজ দেবে আগামী স্বদিনে
 কে তখন লিখবে ফের লড়াই কেমন চলে আজ



আহুন, কেমন ভাই, কতোদিন, দেখি না, কোথায়,
 কী নিজেকে ওটরে নিলেন নেকড়ের ভয়ে ছাগ ;
 চলুন আড়ালে, কী-বলেন, এ-ই গলাটা-নামিয়ে,
 আবার কে শুনে ফেলে, দেখুন আপত্তি নেই, ভবে
 কিনা বোঝেন তো কিঙ, কিঙ ভাই, অন্যদের মত,
 দেখি, এই আলাপ-টালাপ করে কি বলে, বোঝেন,
 বেচারী আমাদের শুধু একা-একা জড়িয়ে কী লাভ
 যদি না জাতির অন্যান্যরাও দায়িত্ব না নেন তো
 এই তো সামান্য কিছু বহকটে ওছিয়ে বসেছি

আমিতো সামান্য ব্যক্তি আপনানাই তো আছেন, ভাই
 (ঠোঁট খুলে যেতে-যেতে বাঁকানো চেয়ারল ভেঙে-ভেঙে
 হাসির ফ্যাকাশে রেশা বহুকষ্টে লেগে থাকক দাঁতে)
 আলোচন-টালোচন কিছু কী শোনেন, সব শালা
 মহান ভীতুর ডির, আর বলবেন না ঘেরা লাগে,
 দেখবেন কিছুই হবে না, মনে নেবেন না ভাই,
 খবর দেবেন, যা-ই করেন-টরেন, সাবধানে,
 বাঁচলে নিজের জান, তারপর অন্যসব ; যাই



কিন্তু তবু তবু কিন্তু অতএব ইত্যাদি বরং
 এবং তথাস্ত বেষ, অতি দৃষ্টি ফৌকর গলিয়ে
 ঢুকে গেল কালচিতি লক্ষ্মীর-বেছলা বাসরে
 পুরোহিত নির্বীৰ্য হোমের অগ্নি কালের মলিনে
 জেলে রেখে বিড়বিড় ভণ্ড মন্ত্রের উচ্চারণে
 জারজ শাসন দণ্ড চম্পকনগর থেকে আজ
 জুটে গেল উম্মাদের একই ছলে ভক্তের প্রসাদ
 নাগের নিজেজ বিষ ঝাড়ফুক ; উত্তরাধিকার



ধর শালা

শুরোরেরবাচ্চা ধর

মার জুতা মার

শালা চোর

বাটপার কোথাকার

সুযোগ পেয়েছে।

বাপের সম্পত্তি

শালা গাঁটকাটা এইবার

লাগা দুঃখ।

ঘরে ফিরে

আমনায় মুখচোখ

হার এ কী হাল

নিজের খুঁজার দাগ

নিজের আন্তিনে

বাম হাতের খান্নাড

আঙুলের পাঁচ দাগ

চামড়ার ভিত কেটে

নিঃস্ব নিয়তি

অঙ্কুর নিয়তি ভাই

টেনে আনে রাজপথে

যে ভাবেই হোক

চোর বেশ্যা

খুনী বাটপার কিল

খুঁষি মুখোমুখি

প্রাঙ্গের দেয়ালে পিঠ

মিছিলে-মিছিলে হাটে

বুড়ুকু হট্টম

কিছু - একটা

সমাধান হ'তে হবে

খিল এঁটে পেটে লাথি বুকে
 বর্ষায় গলির মোড়ে
 দিনদিনে হাল দিতে মাঠে
 উদয় শরীর শক্ত
 তরতাজা পেশী
 প্রকৃতির
 রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মত
 সেই জানে
 সেই টানে
 নদীর জোয়ার ভাঙে
 কারেমী দু'পাড়
 রাজপথে মানুষের
 শ্রমজীবী
 সবুজ প্রান্তর
 অলে ওঠে
 নিজে পোড়ে পোড়ায় আগাছা
 অব্যাহিত
 আবর্জনা এইবার
 আষাঢ়ে ফলন হবে
 ধান পাট তিষি
 আকাশ উন্মাদ গজে
 বজ্রে রক্তে আন্দোলন
 চাই সাম্য-শ্রমে
 মুষ্টিবদ্ধ হাত
 উত্তেজিত পাট ধানশীষ

কর তাড়নায়,
 ধর শালা ধর মার
 লাগা আছা দু'ধা
 অবিধে লুটেছ খাসা
 মাজল দেবেনা শালা
 কিছ রক্ত ঢালো



এক ফেব্রুয়ারী থেকে অন্য আর এক ফেব্রুয়ারী
 মধ্যরাতে অপরোহী রাগে ক্ষোভে উন্মত্ত হেঁসার
 ভাঙে ঢেউ পড়ার পাঁজর ফাঁড়ে এক লক্ষ চাঁদ
 দুই লক্ষ সপ্তর্ষির ঘোলাটে চোখের রক্তলাল
 পেটানো পেশীর বাঁকে মাথা ঠোকে তিরিশটি বছর

ঐ ডিঙি কাল ভোর চাঁদপুর ছেড়ে দামোদর
 মধ্যাহ্নে দু'হাজার বলদের নিরেট সাহস
 শিং খুঁড়ে জলের চাঙড় ঠেলে অনুর্বর খরা
 সত্তর হাজার গাঁও দশ কোটি অঙ্কার মুখ
 পাড়ি দেবে হাড়ি-হাড় ঝুটঝুটা বদর বদর

শুধুমাত্র নিস্তেজ শহীদ নয় বীরত্ব-প্রতীক
 দিনরাত্রি সহস্র যোজন পথ বিরাণ পাথার
 উন্মাদ খুলোর ঝড়ে অবৃত-নিবৃত বর্ষমাস
 কোনোই উত্তর নেই বিড়বিড় মন্ত্র উচ্চারণে
 এক স্বাধিকার থেকে অন্য আর এক স্বাধিকারে

সক্ষম বীর্যের লিশু খলখল হেসে ওঠে দীর্ঘ
 চড়চড় দড়ড়ার ঘায়ের সাথে শরীরের মেদ
 একলক্ষ চাঁদ আর দুইলক্ষ তারা সূর্যের দামামা
 নিশ্চল পাষাণ ভেঙে বন্যবেগ মাতাল সহিস
 গোকর শিং-এর গঁতো কপিশ কোথের ঘেরা, দাহ
 কালিলীর কালোজলে মাতামহরীর খেরাঘাটে
 হঠাৎ আগুন লিখা লেলিহান নিশ্চল কোথের
 আর্তনাদ, পাঁশুটে রক্তের দাগ সহস্র হাড়ের
 চোখ : খুন হয়েছে আমার ভাই রক্ষা নাই, নাই
 ছেঁড়া মুঠি, ওড়ে চুল : হত্যাকারী রক্ষা নাই, নাই



কছিলো, আকাশ দূর, মাটিও কঠিন,
আর জল হিংস্র খল স্বভাবে কুটিল,
ডাঙ্গার বাঘের খাণা শূন্যের ঈগল,
এক মধো তিকে থাকা ভয়াল সংগ্রাম



এই

সারা দেশে কোনো গোরস্থান নেই,

অথচ বছরে দুই থেকে তিন লক্ষ নরনারী
একটা কী দু'টো রাষ্ট্রপতি রাজনীতিবিদ কবি
কয়েক হাজার সেনা বাহিনীর সদস্য চাকুরে
গোর দেয়া হয়, স্নেহ মাটি চাপা পড়ে থাকে ; ভোরে
ঘর থেকে বেরুতেই, 'অমুক শোনেন নি অমুক,
অমুকের বাপ, এই আপনার পাশের পাড়ার,
দুই হস্তা আগে কারা জীপে তুলে নিয়ে গেছে, আজ
পর্যন্ত খবর নেই ; অমুকের ছেড়াখোঁড়া লাশ
পাওয়া গেছে অমুক বাস্তার মোড়ে পরশু ফজরে ;'

এই

দেশে কোনো পিতৃপরিচর মাতৃপরিচর
কিছু নেই

বেওয়ারিশ বাঁশের চালের উড়ো-খড়ে
তালগোল পাকানো নিখাস তপ্ত ক্ষুধার্ত বোশেখে
নাড়া দেয়, গাছের পাতায় ফের নিলশচ নিথর
পাখুরে রাস্তায় ব্রহ্মদত্তি বাড় মটকে রক্ত চোখে ;
'গত তিন হস্তা ধ'রে ধারা-ধারা খাদ্য বিনিময়ে
মাটুরিয়া থেকে দেবীগঞ্জ বিলপোতা থেকে তাল
ঝুড়ছিল পঁচিয়াচক্কের খাল, তাদের অধেক

বিশেষ রহস্যময় মহামারী ভেদবনি-জ্বরে
হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে মারা গেছে ; চিকিৎসকগণ
রোগের কারণ ঠিক-ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি ;

এই

দেশে কোনো গৃহ নেই । কিন্তু প্রতি জনপদে
গাঁও-গ্রামে

কয়েক হাজার লোক । মাটির তলার
দুই লক্ষ কঁচো-বাং । শুমার করলেই দেখা যাবে
তিন চার হাজার কুকুর বেজী তিন শ' শেয়াল
কম ক'রে একশ' বাদুড় দু'শ' কাক চামচিকে,
প্রায় সমপরিমাণে ছিল পেঁচা শকুন-শকুনী
হাড়গিলে, প্রচণ্ড হুবিধেভোগী বাজ । বেঁচে-বর্তে
ধাকার প্রস্তুতি নেই তবু কী আশ্চর্য বেঁচে আছে ;

এই

সারা দেশে কোনো কাজী কিবা কাজীর কাছারী
নেই, তবু

খাদ্যের দাবীতে লোক বিচারের দাবীতে রাস্তার
ফুটপাথে লাশ গুলি খেয়ে গড়াগড়ি ঘেঁতে থাকে,

এই

দেশে কোনো পিতৃপরিচর মাতৃপরিচর
কিছু নেই

মিছিলের কোনোই প্রস্তুতি নেই, তবু
খানাখন্দে কচুরিপানার ঝাঁকে মেঘনার বৃকে
কয়েক সহস্র ডিঙি মিছিল জন্মান, বাড়ে ; আর

এই

সারা দেশে কোনো গোরস্থান নেই
তবু, পোড়া

আপন মাটির বুকে সব-সবকিছু
চাপা পড়তে থাকে । অন্ধকারে দিন দুপুরে সন্ধ্যায়
গোর দেয় রাস্তায় উন্মুক্ত মাঠে : শুধুমাত্র এই

কবর খোঁড়ার শব্দ । মানুষের দুর্ধার্ত গর্জন
পাড় ভাঙে । কবর খোঁড়ার শব্দ । আহত বাথের

হংকারে সমস্ত ভীত । আপাতত এই নিম্নে ঘর

গেরোসালি খাওয়া-দাওয়া সমাজসংসার । বসবাস ।

এই

দেশে যত্ন ছাড়া কোনো বেঁচে ওঠা নেই । ভাঙা
ঘর-পৈঠা গৃহের রক্তাক্ত সম্ভাবনা ছাড়া কোনো গৃহ নেই ।



১

রাজধানী ছেড়ে বাসে, পুরো দশ মাইল টানা ট্রেনে
রিকশা চেপে, রিকশা ঠেলে, খোয়ানাস্তা ঘনকালো মেঘে
বর্ষা বুঝি নেমে এলো, ঘামে-নেমে নানানপুরের

বাজারে পৌঁছতে ভেঙে পড়ো-পড়ো চায়ের স্টলের
বেড়াটা উঁচিয়ে সাত-আটজন লোক, 'এই এই
খাখ এসে গেছেন, বলিনি ঠিক এসেই যাবেন ।'

একজন, বুঝি বা বাবর আলী, 'সেলিম ভাই ক'
তার ত আসার কথা ছিলো, অন্য কাজে 'বুঝি,
চলুন চা খাই, বসি ।' 'আপনার সঙ্গে কবি ভাই

অনেক আলাপ আছে ।' 'এখন বিশ্রাম নিক, দূর
থেকে এসিছেন, ক্লান্ত ; তারপর তারপর বহুকথা হবে ।'
কী কথা, আড়ষ্ট ভয়ে কেঁপে ওঠে বুক, কী উত্তর

কিসের উত্তর দেবে তুমি, কবি, এদের কে, এই
সব কথা বোঝো ; দূর থেকে মনে হতে পারে ; তুমি,
সমস্ত সন্ধ্যাই চেনা ; কিন্তু, কিন্তু, এখন যতই

২

কমে আসে দূরের দূরত্ব বেড়ে যায় ব্যবধান ;
'চলুন বাড়িতে যাই, দুটো থেকে আবার মিটিং',
তা-ই ভালো, চলুন বাড়িতে, কিছুটা বাঁচোয়া ;

কবির ভেতর কেউ মরে যাচ্ছে টের পায় কবি ;
নিকোন উঠোন পৈঠা ছনছাওয়া ঘর ছিমছাম
ফুলে-ফুলে উথলে পড়া কামিনীর ষোড়শী যৌবন

দক্ষিণ জানালা ছুঁয়ে খোলা বুক পুরু ঠোঁট ভরা
কমনীয় সাদা দাঁত হাসিখুশি ; নিজেকে আবার
পাওয়া গেল কামে-গন্ধে টগবগ কবিত্ব করনা

৩

চেপে এলো গুট ঝটি বুঝি বাঁচা গেল, তবু

দু'টোতেই দু'হাজার লোক, তারও বেশী হতে পারে ।
পরনে লুঙ্গির খোটা, কারো গায়ে গেজি, কারো-নেই

চুপচাপ শুনে গেল, পুরো তিন চার ঘণ্টা হবে
মূল্যবান কথাবার্তা ; একটীমাত্র প্রশ্ন চোখে-চোখে,
কখন পোয়াতী মাটি মায়ের ভরস্ব স্তনে মুখ

শিশু হেসে উঠবে লাল পশ্চিমের দীর্ঘ ধানশিষ ;
সন্ধ্যা হলো ; ক্রমশ রাস্তির আরও জমাট গভীর ;
এবার বলুন করি কবিতা না শুনে ওঠা নেই

৪

চাতালের অন্ধকারে খড়ের নাড়ার সাঁগাতলৈতে
অস্পষ্ট আশ্বাসে মুখগুলো আরও ঘন হ'য়ে আসে,
চেনা তার কোনটা বাবর আলী, স্বশাস্ত কোনটা ;

কিছুই জানে না কবি, দূরদেশী, হোঁচট খেয়েই
নিজের গল্পেরে নিজে উন্মত্ত, শুধুই হাতড়ে ফেরে,
অসহায়, আগাগোড়া ভাঙাচোরা কবি, ক্ষমা চায়

কবির ভেতর কেউ মরে যাচ্ছে টের পায় কবি ;
মুর্খুঃ নিশ্বাস শোনে, দূর থেকে সামস্ত প্রভুর
লাশ শববাহকের লোবানের ঘ্রাণ ; উঠে বসে

অন্যদিন, রাজধানী-নারানপুরের এতো দূর
পাড়ি দেয়া পথ কমে গেলে, সেইদিন ঠিক ঠিক
জানা যাবে কোন খাঁটি সমাধান ; মানুষ-কবিতা

৫

রাস্তির বারোটা হবে, উঠতেও চার না কেউ, তবু
সবকিছু শেষ হয়, মিটিংও শেষ হলো ; ঘরে
কাদারাস্তা পথ হেঁটে গানে গল্পে হাসিতে ঠাট্টায়

কখন-বে কী-ভাবে পৌছান গেল ; অবাক এ এ-কী
চতুর্দিকে পূর্ণিমা এখন, আর সেই কামিনীর
ঝাড় ভাঙা মেঘে আরও কামার্ত বিলোল ফেটে-গলে

দন্তহীন অট্টহাসে মন্দির কটাক্ষে মধ্যরাত
ঝাড়বাতি সাজিয়ে বসেছে ফের পাথর ফলকে
বিগতা ঘোবনা নটি বিবশ গড়ায় গোরস্থানে

৬

নিজের নিকট নীচ খুব-খুব ছোট হয়ে গেলে
কী রকম লাগে ; জেনে, না-জানার ভান স্বস্তিকর ;
বিড়বিড় করে কবি, বিপ্লব বিপ্লব ; কিন্তু, তবু,

অজ্ঞাভুই শক্ত হ'য়ে আসে মুষ্টি ; রাজধানী দূর
নারায়ণপুরের পথ কমে এলে ঠিক জানা যাবে
সমাধান কোন পথে ; বাবর আলীর ছনচালা

নতুন জোয়ার ঢলে পলিমাট নারায়ণপুরের
সত্তর হাজার গাঁও-গ্রাম মাঠ কবিতার খাতা
ফুলে-ফেঁপে ফেটে পড়বে কামিনীর পূর্ণিমা পূর্ণিমা

৭

বেড়ে চলে (বিশেষ কবির প্রয়োজন নেই) তবু

কবির মৃত্যুর পরে কবির জন্মের বহু আগে
মানুষের হাট ভেঙে মানুষের কবিতার বান
বীর্ঘে-ঘামে প্রমে-রক্তে জঠরে জ্বণের সম্ভাবনা



কালে-কালে ভালবাসা কথাগুলো বড়ো মরচে পড়া
ফুলের কুসুম থেকে শাবলের ফলা অতি বেশী
বাবহত অকেজো বিকল, শুধু মিথ্যাচারে ঠাসা,
বুকের ভেতরে বুক শব্দ বোঝা সত্যিই কঠিন ;

বিশ্বাস দুরন্ত জানি ; তুমি কবি, যে কথাই বলো
গাড় স্বরে বজউচ্চারণে ; আধো আলোতে-ছায়াতে
নিচুখাদে কেটে গেছে কয়েক শতাব্দী বলা যায় ,
অথচ অঝোর রুটি যা-কিছু বলার স্পষ্ট, গাড়

মেঘমল্ল, ধীর ; ফেটে পড়ে রোদ, পোয়াতী মায়ের
প্রসব যন্ত্রনা, শিশু, সদ্যজাত আঁত চি-চিৎকার,
কিছুই অস্পষ্ট নয় ; বালকের মাংসের গোলাপে
কেটে বসা লাঠির আঘাত, বুক ফেঁড়ে বুলেটের

আতঁনাদ, রাজপথে ধুলোয় রক্তের হাহাকার,
পেটে ক্ষুধা, মায়ের বুকের হান্সুহেনার জ্যোৎস্নার
কোথা থেকে উড়ে এসে কা-কা জারস্বরে ডাকে কাক ;
বা-ই বলো, বুকে হাত দিয়ে বলা, ভারী প্রয়োজন